



বিসংখ্যক-৬৭

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে
ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী

দামাত বারাকাতুহমুল আলীয়া

সংশোধিত

اممول ہیرے کا نگلہ ترجمہ

অমূল্য রত্ন



দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মাদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

مكتبة المدینة

অমূল্য রত্ন

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ উর্দু ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০১৯২০-০৭৮৫১৭

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০১৭১২-৬৭১৪৪৬

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩-৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বর্ণনা করেন :

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ :- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমাম্বিত।

(আল মুস্তাতারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট :- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরুদ শরীফ পাঠ করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়াল্লা)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

অমূল্য রত্ন

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এতে আপনি দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ লাভ করতে পারবেন।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়াহ শরীফ এর ২৩ তম খন্ডের ১২২ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেন, হযরত আবুল মাওয়াহেব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাত পেলাম, তিনি আমাকে বলেন, “কিয়ামতের দিন

মা.....দীনা

এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ২৫শে সফর ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজী সাহায়ায়ে মাদীনা বাবুল মাদীনা করাচীতে করেছিলেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সহ লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কীরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

তুমি এক লক্ষ মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।” আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি কিভাবে এ যোগ্যতা অর্জন করলাম? তিনি বললেন, “এ জন্যই যে, তুমি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে এর সাওয়াব আমার জন্য মান্নাত করে দিতে।”

(সআদাতুত দারাইন, খন্ড-১ম, পৃ-১৩২)

সাওয়াব মান্নাত করার নিয়ম হচ্ছে, দুরূদ শরীফ পাঠ করার সময় মনে মনে সাওয়াব মান্নাত করার নিয়ত করা অথবা পাঠ করার আগে বা পরে মুখে বলা যে এ দুরূদ শরীফের সাওয়াব আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য মান্নাত করছি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কথিত আছে যে, একদা এক বাদশাহ তাঁর অনুচরদের নিয়ে বাগানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বাগানের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি ছোট ছোট পাথরের টিল নিক্ষেপ করছে। এমন কি একটি টিল বাদশাহর গায়েও এসে পড়ল। তিনি অনুচরদের বললেন, টিল নিক্ষেপকারীকে আমার নিকট ধরে নিয়ে আস। অনুচরেরা দ্রুত গিয়ে একজন বেদুঈনকে ধরে নিয়ে আসল। বাদশাহ বললেন, এ ছোট ছোট পাথরের টুকরাগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ? সে ভয়ে ভয়ে বলল, জাহাপনা! আমি বন জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ এই সুন্দর সুন্দর পাথরের টুকরাগুলোর প্রতি আমার নজর পড়ল। আমি তা আমার থলেতে ভরে নিলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

অতঃপর আমি ঘুরতে ঘুরতে এ বাগানে এসে পৌঁছি। গাছ থেকে ফল পাড়ার জন্যই এখন আমি এ কাঁকরগুলো (ছোট ছোট পাথর) ছুড়ে মারছি। বাদশাহ বললেন, তুমি কী জান এ (পাথর গুলোর) মূল্য কত? সে বলল না। বাদশাহ বললেন, এ পাথরের টুকরাগুলো আসলে ছিল এক একটি মূল্যবান হীরার খন্ড, যা তুমি অজ্ঞতাবসতঃ অযথা নষ্ট করে ফেললে। এতে সে আফসোস করতে লাগল। কিন্তু তার আফসোস করাটা অর্থহীন ছিল। কেননা ওই মূল্যবান হীরার খন্ডগুলো তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

“দিনভর খেলো মে খাক উড়ায়ি

লাজ্জ আয়ি না যাররৌ কি হাঁসি ছে।”

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই এক একটি মূল্যবান হীরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুরূপ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, শ্বাস-প্রশ্বাসই এক একটি মূল্যবান হীরা। যদি আমরা তা অযথা নষ্ট করে দেই, তাহলে পরবর্তীতে আমাদের আক্ষেপ ও আফসোসের অন্ত থাকবে না। মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের একটি সীমিত সময়ের জন্য এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের ১৮ তম পারার সূরা আল মুমিনুন এর ১১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুর্লভ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : তবে তোমরা কি এ কথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে, তোমাদের কি পরকালে কর্মফলের জন্য উঠানো হবে না? বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর ইবাদত আবশ্যিকও করা হয়েছে। পরকালে তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতেই হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের আমল সমূহের প্রতিদান দেয়া হবে।

জীবন মৃত্যু সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ২৯ তম পারার সূরাতুল মূলক এর দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ ط

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

জীবনকাল খুবই অল্প

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত দুইটি আয়াত ছাড়াও কুরআনুল কারীমের আরো অসংখ্য আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষকে থাকতে হবে একেবারে স্বল্প সময়। কিন্তু এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে কবর, হাশর ইত্যাদির সুদীর্ঘ জীবনের। প্রস্তুতি নিতে হবে পরকালের বিভীষিকাময় ও বিপদ সঙ্কুল অবস্থা হতে পরিত্রান লাভের। তাই মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান। সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ির মত নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। কোন বাধা প্রদানকারী একে বাধা প্রদান করতে পারছে না, কেউ এর গতি রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। যে নিঃশ্বাস আমরা একবার ত্যাগ করছি তা পুনরায় আমাদের নিকট আর ফিরে আসছে না।

নিঃশ্বাসের মালা

হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رضي الله تعالى عنه বলেছেন, তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!! তোমাদের জীবনটা প্রকৃতপক্ষে কী? জীবন হচ্ছে কয়েকটি নিঃশ্বাসের সমষ্টি মাত্র। যদি তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের সে আমল সমূহের ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ কর। আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির প্রতি সদয় হন যে নিজের হিসাব নিকাশ নিজেই নিয়েছে এবং নিজের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু প্রবাহিত করেছে। এটা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

বলার পর তিনি পবিত্র কুরআনের ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৮৪ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : আমি তো তাদের গননা পূর্ণ করছি।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন, উপরোক্ত আয়াতে গণনা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গণনাই উদ্দেশ্য। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৪, পৃ-২০৫, দারে সাদির, বৈরুত)

“ইয়ে শ্বাস কি মালা আব বছ টুটনে ওয়ালী হে,
গাফলত ছে মগর দিল কিউ বেদার নিহি হোতা।”

দিনের ঘোষণা

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম বায়হাকী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ শূআবুল ঈমান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তাজদারে মাদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, প্রতিদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দিন ঘোষণা করে, যদি কেউ আজ কোন ভাল কাজ করতে চায়, তাহলে সে যেন তা করে নেয়। কেননা আজকের পর আমি আর পুনরায় ফিরে আসব না। (শূআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮৪, হাদীস নং-৩৮৪০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

“গিয়া ওয়াক্ত ফের হাত আতা নেহী,”

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

জনাব না মরহুম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের যে দিনটি আজ আপনার ভাগ্যে জুটল তাকে গনিমত মনে করে আপনি যতটুকু পারেন ভাল ভাল কাজ করে নিন। এটাই হবে আপনার জন্য মঙ্গলজনক। কেননা আমরা জানিনা আগামীকাল যেদিনটি আমাদের নিকট আসবে তাতে লোকেরা আমাদেরকে কি “জনাব” বলে সম্বোধন করবে না “মরহুম” বলে সম্বোধন করবে। আমাদের অনুভূতি হোক বা না হোক, এটা দিনের মত সত্য যে, আমরা মৃত্যুর দিকে খুব দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সূরা ইনশিকাক এর ৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন রবের প্রতি দৌঁড়াতে হবে। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাত করতে হবে।

মরতে যাতে হাঁয় হাজারো আদমি,
আকেল অ নাদান আখের মওত হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুর্কুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়াল্লা)

হঠাৎ মৃত্যু চলে আসে

নিজেদের সময়কে অযথা অপচয়কারীগণ! একটু ভেবে দেখুন, জীবন কতই দ্রুততার সাথে চলে যাচ্ছে। হয়ত অনেকবার আপনারা দেখেছেন সুস্থ, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী ব্যক্তিও হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মৃত্যুর পর কবরে তার ওপর কি ঘটছে তা আমরা জানতে পারি না। তবে এ কথা সত্য যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির নিকট তার গোটা জীবনের ইতিবৃত্ত ভেসে ওঠবেই।

“কেতনি বে এতেবার হে দুনিয়া,
মওত কা ইনতেজার হে দুনিয়া।
গরচে জাহের মে সুরতে গুল হে
পর হাকিকত মে খার হে দুনিয়া।”

হে পার্থিব সম্পদের লোভিগণ! দুনিয়ার অর্থ অর্জনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বিবেচনাকারীগণ! তাড়াতাড়ি পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এমন যেন না হয় যে, রাতে সুস্থ সবল অবস্থায় শোয়ার পর সকালে তোমাকে অন্ধকার কবরে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ১৭ পারার সূরাতুল আশ্বিয়ার প্রথম আয়াতে ইরশাদ করেন,

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١٧﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুর্কদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

“এক ঝোঁকে মে হয় ইখার ছে উধর,
চার দিন কি বাহার হয় দুনিয়া।”

জান্নাতেও আফসোস

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময়ের মূল্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া আমাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। অযথা সময় নষ্ট করা কতই যে ক্ষতিকর তা এ হাদীস থেকে বুঝে নিন। তাজেদারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীরা কোন জিনিসের জন্য আফসোস করবে না, তবে আফসোস সে সময়ের জন্য যা তারা দুনিয়াতে আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অতিবাহিত করেছিল।

(আল মুজামুল কাবীর, খন্ড-২০শ, পৃ-৯৩, ৯৪, হাদীস নং-১৭২, দারে ইহইয়াত্তারাসিল আরবী, বৈরুত)

কলম চাঁছা

হাফেজ ইবনে আসাকের “তাবইনুল কাযিবিল মুফতারি নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর স্বনামধন্য বুজুর্গ হযরত সাযিয়দুনা সুলাইম রাযী عَلَيْهِ এর কলম যখন লিখতে লিখতে ক্ষয় হয়ে যেত, তখন তিনি কলম চাঁছার সময় আল্লাহর যিকির শুরু করে দিতেন, যাতে সে সময়টাও বৃথা না যায়। যদিও ধর্মীয় বিষয়াদি লিখার জন্য কলম চাঁছাটাও একটি সাওয়াবের কাজ। তারপরও এক টিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্যে তিনি কলম চাঁছার সময়টাও আল্লাহর জিকিরে ব্যয় করতেন, যাতে সে সময়টা শুধুমাত্র কলম চাঁছার কাজে ব্যয় না হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করুন

আপনি যদি চান, তাহলে এ দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়েই আপনি প্রতি সেকেণ্ডেই জান্নাতে এক একটি বৃক্ষ রোপ করতে পারেন। জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করার পন্থাও খুবই সহজ। ইবনে মাযাহ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত চারটি শব্দ হতে যে কোন একটি শব্দ পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। সে চারটি শব্দ হচ্ছে যথা (১) سُبْحَانَ اللَّهِ (২) الْحَمْدُ لِلَّهِ (৩)

(৪) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (সুনানে ইবনে মাযাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৫২, হাদীস নং- ৩৮০৭, দারুল মারেফাত, বৈরুত) সুতরাং বুঝা যায় যে, সময় অতি মূল্যবান।

দুরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা কতই সহজ। যদি বর্ণিত চারটি শব্দ থেকে যে কোন একটি আপনি পাঠ করেন তাহলে একটি, আর যদি চারটি শব্দই পাঠ করেন তাহলে জান্নাতে আপনার জন্য চারটি বৃক্ষ রোপিত হবে। এখন আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, সময় কতই মূল্যবান। জিহ্বার সামান্য নাড়াচাড়া দ্বারা যদি জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করা সম্ভবপর হয়, তাহলে ফালতু কথাবার্তার স্থানে اللَّهُ سُبْحَانَ جُপে জُপে আমরা জান্নাতে অগনিত বৃক্ষ রোপন করতে পারি। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়নে স্বপনে, কাজের অবসরে আমরা দুরুদ শরীফও পাঠ করতে পারি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

কেননা এর সাওয়াবও অসীম। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (সুনানে নাসায়ী, পৃ-২২২, হাদীস নং-১২৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

স্মরণ রাখবেন! শূয়ে শূয়ে কোন কিছু পড়ার সময় পা গুটিয়ে রাখতে হয়।

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন কিছু বলার আগে আপনি ভেবে দেখবেন, যে কথাটি আপনি বলতে চাচ্ছেন তার মধ্যে ইহলৌকিক কিংবা পরলৌকিক কোন কল্যাণ আছে কিনা? যদি আপনার নিকট আপনার সে কথাটি অযথা মনে হয় তাহলে তা না বলে এর পরিবর্তে দুরুদ শরীফ পাঠ করা কিংবা আল্লাহর জিকির করাটাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। কেননা এতে আপনি অগনিত সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন। অথবা اللَّهُ أَكْبَرُ বা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বা الْحَمْدُ لِلَّهِ বা سُبْحَانَ اللَّهِ জিকির করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেন।

“জিকরো দুরুদ হর ঘড়ি বিরদে জবান রহে,
মেরি ফুজুল গুঁয়ি কি আদাত নিকাল দো।”

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুর্লভ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

ষাট বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম

যদি কিছু পাঠ করতে আপনার মন না চায়, বরং চুপচাপ বসে থাকতেই আপনার ভাল লাগে, তাহলে এর মধ্যেও সাওয়াব অর্জন করার অনেক পন্থা রয়েছে। যেমন আপনি আজে বাজে কল্পনাতে মগ্ন না হয়ে আল্লাহ তাআলার ধ্যান কিংবা মাদীনা ও শাহে মাদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। অথবা ইলমে দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবেন অথবা মৃত্যুর ভয়াবহতা, কবরের একাকীত্ব জীবনের ভয়ানকতা, হাশরের ময়দানের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের কল্পনাতে আপনি বিভোর হয়ে পড়েন। এভাবে মগ্ন থাকলে আপনার সময় বৃথা যাবে না বরং আপনার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ইবাদাতের মধ্যেই গণ্য হবে। “জামেউস সাগীর” কিতাবে বর্ণিত আছে, মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, আখেরাতের বিষয় নিয়ে সামান্য চিন্তা ভাবনা করা ষাট বছরের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম। (আল জামেউস সাগীর, লিস সুযুতী, পৃ-৩৬৫, হাদীস নং-৮৯৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

“উন কি ইয়াদো মে খো যাইয়ে,

মোস্তফা মোস্তফা কি জিয়ে।”

পাঁচটির আগে পাঁচটি

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের জীবন একেবারে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ক্ষণস্থায়ী। যে সময়টা আমরা পেয়েছি তা আমাদের জন্য ছিল গণিমত ও অপ্রতুল। আগামীতে সময় পাওয়ার আশা করা নিতান্ত বোকামী ও ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগামী কাল আমরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারি। রহমতে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন,

اِغْتَنِمْ خُمْسًا قَبْلَ خُمْسٍ : شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتِكَ

قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ

وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

অর্থাৎ পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গণিমত মনে করো, (১) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, (২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, (৩) ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার পূর্বে, (৪) অবসরতাকে ব্যস্ততার পূর্বে, (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। (আল মুস্তাদরাক, খন্ড-৫ম, পৃ-৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৬, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

“গাফেল তুঝে ঘড়িয়াল ইয়ে দেতা হে মুনাদি,

কুদরত নে ঘড়ি ওমর কি এক আওর ঘটাদি।”

দুটি নিয়ামত

মাদিনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, দুইটি নিয়ামত এমন যে, যা নিয়ে অনেক লোক বিভ্রান্তিতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুর্কদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুর্কদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

পতিত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সুস্থতা এবং অপরটি হচ্ছে অবসর। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২২২, হাদীস নং-৬৪১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং সময়ের মূল্য তারাই উপলব্ধি করতে পারেন, যারা কাজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। কেননা যারা বেকার তারা কখনো সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। সুতরাং সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করুন। বাজে কথাবার্তা বাজে কাজ এবং দলবদ্ধ হয়ে আমোদ স্ফুর্তি করা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।

ইসলামের সৌন্দর্য

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে যেন অনর্থক কাজ ত্যাগ করে দেয়। (সুন্নে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪২, হাদীস নং-২৩৪৪, দারুল ফিকির, বৈরুত)

প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্তের গুরুত্ব

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের প্রতিটি দিন কয়েকটি ঘন্টার এবং প্রতিটি ঘন্টা কয়েকটি মুহূর্তেরই সমষ্টি। আমাদের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এক একটি মূল্যবান হীরার সমতুল্য। তাই প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। যাতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

আমাদের কোন শ্বাস-প্রশ্বাসই বৃথা না যায় এবং কিয়ামতের দিনে জীবনের ভান্ডারকে নেকিশূন্য পেয়ে আমাদের লজ্জার অশ্রু বিসর্জন করতে না হয়। আমাদের শতকোটি প্রচেষ্টা হোক আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। কোন সময় কিভাবে অতিবাহিত করেছি তা যেন আমাদের স্মৃতির আয়নায় চির ভাস্বর থাকে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের ভাগ্য কতই প্রসন্ন হত! যদি আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ঘণ্টাকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে পারতাম। কিয়ামতের দিন জীবনের মূল্যবান সময়কে অনর্থক কথাবার্তা, খোশগল্প ইত্যাদিতে কাটানোর দায়ে আমাদের যেন আক্ষেপ করতে না হয়।

সময়ের প্রতি মর্যাদাবান ব্যক্তিগণের মূল্যবান বানী সমূহ

(১) আমিরুল মুমিনীন শেরে খোদা আলী رضي الله تعالى عنه ইরশাদ করেন, “এ দিন সমূহ তোমাদের জীবনের পাতা স্বরূপ। তাই উত্তম আমল দ্বারা তোমরা এ পাতা সমূহকে সাজিয়ে নাও।

(২) হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله تعالى عنه বলেছেন, “আমি আমার অতীত জীবনের সেসব দিনের জন্য বেশী অনুতাপ বোধ করি, যেসব দিনে আমার আমলনামাতে আমি সাওয়ার অর্জন করতে পারি নি।”

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুর্কুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়াল্লা)

(৩) হযরত সাযিয়্যুনা ওমর বিন আবদুল আজিজ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেছেন, দৈনন্দিন তোমাদের বয়স কমে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা সংকাজ করতে কেন অবহেলা করছ? একদা কেউ তাঁকে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! এ কাজটি আপনি আগামী কালের জন্য রেখে দিন। জবাবে তিনি বললেন, “দিনের কাজ দিনে অনেক কষ্ট করে শেষ করি যদি আমি আজকের কাজও আগামী দিনের জন্য রেখে দিই, তাহলে দুইদিনের কাজ কিভাবে একদিনে শেষ করতে পারব?

আজকের কাজ আগামী কালের জন্য রেখে দিও না। আগামী কাল আরেকটি কাজ করতে হবে।

(৪) হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেছেন, হে মানুষ! তুমি কয়েকটি দিনের সমষ্টি মাত্র। যদি তোমার জীবন থেকে একটি দিন চলে যায়, তবে মনে রেখো, তোমার জীবনের একটা অংশও চলে গেল। (আত্ তাবকাতুল কুবরা লিল মুনাবি, খন্ড-১ম, পৃ-২৫৯, দারে সাদির, বৈরুত)

(৫) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেছেন, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আহলুল্লাহদের সহবতে ছিলাম। তাঁদের সোহবতে থেকে আমি দুটি মূল্যবান বিষয় শিখতে পেরেছি। (১) সময় তরবারীর ন্যায়। সুতরাং নেক আমল দ্বারা তোমরা তাকে কর্তন করো। অন্যথা অনর্থক

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুর্নদ গরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

কাজে ব্যস্ত রেখে তা তোমাদের কর্তন করবে, (২) তোমরা স্বীয় নফসের হিফাজত করো, তোমরা যদি নফসকে ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখ তাহলে তা তোমাদেরকে মন্দ কাজে ব্যস্ত রাখবে।

(৬) ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন, “আল্লাহর শপথ! আহারের সময় আমার জ্ঞান চর্চা বন্ধ থাকলে আমার বেশী আফসোস লাগে। কেননা সময় অতি মূল্যবান সম্পদ।”

জীবনে সময়ের মূল্য বুঝা

(৭) অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত শাফেয়ী মাজহাবের আলেম সায়্যিদুনা শামসুদ্দিন আসবাহানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেছেন, তিনি এ ভয়ে পানাহার কম করতেন যে, বেশী খেলে হয়ত ঘন ঘন প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ফলে বারবার শৌচাগারে গেলে সময় নষ্ট হতে পারে। (আদ দুরাবুল কামেনা লিল আসকলানী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩২৮, দারে ইহইয়ায়িত্তারাসীল আরবী, বৈরুত)

(৮) হযরত আল্লামা যাহবী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাযকিরাতুল হুফফাজ কিতাবে খতিবে বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি পথ চলার সময়ও কিতাবাদি পাঠ করতেন। যাতে আসা যাওয়ার সময়ও অযথা নষ্ট না হয়। (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খন্ড-৩য়, পৃ-২২৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কীরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

(৯) হযরত সায্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুমূর্ষু অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এ মুমূর্ষু অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করছেন? তিনি বললেন, আমার আমল নামা চিরতরে বন্ধ হতে যাচ্ছে। তাই আমি তাড়াতাড়ি তাতে কিছু সংযোজন করতে চাচ্ছি। (সায়দুল খাতির লে ইবনে যওযী, পৃ-২২৭, মাকতাবায়ে নজার মোস্তফা আল বাজ)

দিনের সময় সূচী বানিয়ে নিন

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভবপর হলে নিজের দৈনন্দিন জীবনের সময়সূচি বানিয়ে নিন। ইশার নামায আদায় করার পর দুই ঘন্টার মধ্যেই শূয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। রাত্রিবেলায় অনর্থক আড্ডা দেয়া, গল্প গুজবে হোটেল রেস্টোরা সরগরম করে তোলা, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বন্ধু বান্ধবদের মজলিসে সময় নষ্ট করা খুবই ক্ষতিকারক। তাফসীরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খন্ডের ১৬৬ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে, লুত عَلى مَرِّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ছিল যে, তারা চৌরাস্তায় বসে লোকদের সাথে ঠাট্টা মশকরা করত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হোন। বন্ধু যতই অন্ত রঙ্গ হোক না কেন, তার সঙ্গ পরিহার করুন। আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এরূপ মজলিস বর্জন করুন। রাত্রিবেলায় ধর্মীয় কার্যাবলী সেরে তাড়াতাড়ি শূয়ে পড়ুন। কেননা রাত্রি বেলায় বিশ্রাম দিনের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

বেলার বিশ্রামের তুলনায় স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং জীবনের স্বভাবগত চাহিদাও তা। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ২০ পারার সূরাতুল কাসাস এর ৭৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ

لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তার অনুগ্রহ তালাশ করো। (অর্থাৎ জীবিকা অর্জন করো) আর এজন্য যে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাফসীরে নুরুল ইরফানে ৬২৯ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, রোজগারের জন্য দিন আর আরামের জন্য রাতকে নির্ধারিত করা উত্তম। রাতে বিনা কারণে জাগ্রত থাকবে না আর দিনে বেকার থাকবে না। যদি কোন সমস্যার কারণে দিনের বেলায় ঘুমায় আর রাতের বেলায় রোজগার করে তবে ক্ষতি নেই। যেমন রাতের বেলায় চাকুরীরত চাকুরে ইত্যাদি।

সকালে ফযীলত

সময় সূচি নির্ধারণের সময় কাজের ধরনও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যেমন যে ইসলামী ভাই রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে যান সকাল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

বেলায় তার মন মস্তিষ্ক সতেজ থাকে। তাই জ্ঞান চর্চার জন্য সকাল বেলায় সময়ই যথোপযুক্ত। সকাল বেলায় ফযীলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর একটি দুআ ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করে বলেন, হে প্রভু! আমার উম্মতের জন্য সকাল বেলায় সময়ে বরকত দান করুন। (তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-০৬, হাদীস নং-১২১৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, আলোচ্য হাদীসের মর্ম হচ্ছে, হে মালিক! আমার উম্মতের সে সব দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে বরকত দান করুন যা তারা সকাল বেলায় সম্পাদন করে থাকে। যেমন সফর, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। (মেরাতুল মানাজিহ, খন্ড-৫ম, পৃ-৪৯১)

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে শোয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের সময় নির্ধারণ করে সে নির্ধারিত সময় মোতাবেকই সব কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করবেন। যেমন তাহাজ্জুদ, জ্ঞান চর্চা, মসজিদে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায়, (অনুরূপ অন্যান্য নামাযও) ইশরাক, চাশত, নাশতা, জীবিকা উপার্জন, দুপুরের আহার, পারিবারিক কাজ, সাক্ষ্যকালীন কাজ, সংসর্গ, (যদি তা সম্ভবপর না হয় তবে নিঃসঙ্গতাই শ্রেয়) ধর্মীয় প্রয়োজনে ইসলামী ভাইদের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে সে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

সময় মোতাবেকই সব কাজ করার চেষ্টা করবেন। আর যারা নির্ধারিত সময় মোতাবেক কাজ করার অভ্যস্ত নন। তাদের রুটিন মোতাবেক কাজ করতে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হতে পারে, কিন্তু যখন তারা রুটিন মোতাবেক কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলবেন, তখন এর সুফল তারা নিজেরাই দেখতে পাবেন।

“দিন লছ মে খোনা তুঝে শবে সুবহে তক ছোনা তুঝে,
শরমে নবী, খওফে খোদা ইয়ে ভি নিহি ওহ ভি নিহি
রিযকে খোদা খায়া কিয়া ফরমানে হক টালা কিয়া
শুকরে করম তারাছে যা ইয়ে ভি নিহি ওহ ভি নিহি।”

(হাদায়েখে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূনাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সূনাত ও আদাব বর্ণনা করে রিসালা শেষ করার চেষ্টা করছি। তাজদারে রিসালাত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, যে আমার সূনাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৫, হাদীস নং-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

“সূনাত আম করে দ্বীনা কা হাম কাম করে,
নেক হো যাঁয়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

ঘুমানোর, জাগ্রত হওয়ার পনেরটি মাদানী ফুল

(১) শোয়ার আগে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে নিন, যাতে বিছানাতে কোন বিষাক্ত কীট পতঙ্গ থাকলে তা বের হয়ে যায়।

(২) শোয়ার পূর্বে এ দোয়াটি পড়ে নেবেন। **اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا**। হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম নিয়েই মরি এবং জীবিত হই। (অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগ্রত হই) (বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৯৬, হাদীস নং-৬৩২৫)

(৩) আসরের পর ঘুমাবেন না। কেননা এতে জ্ঞান লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায়, ফলে তার জ্ঞান লোপ পায়, তখন সে নিজেকেই দোষারোপ করে। (মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, হাদীস নং-৪৮৯৭, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৭৮)

(৪) দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া মুস্তাহাব। (আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৭৬)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তারিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন, যারা রাত্রি বেলায় ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকে, রাত্রে নামায পড়ে, আল্লাহর জিকির করে। অথবা ধর্মীয় কিতাবাদি অধ্যয়নে রত থাকে, তাদেরই দুপুরে বিশ্রাম নেয়া উচিত। যাতে রাত্রি জাগরনের কারণে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, বিশ্রামের দ্বারা তা দূরীভূত হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৬শ, পৃ-৭৯, মাকতাবাতুল মাদীনী)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুর্কদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

(৫) দিনের প্রথম প্রহরে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরুহ। (আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৭৬) (৬) পবিত্রতা ওয়ু সহকারে ঘুমানো মুস্তাহাব। (৭) ডান হাতকে গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে ডান কাতে ঘুমাবেন অতঃপর বাম কাতে ঘুমাবেন। (প্রাগুক্ত) (৮) শোয়ার সময় কবরে শোয়ার কথা স্মরণ করবেন। কেননা সেখানে একাকী শয়ন করতে হবে। নিজের আমল ছাড়া অন্য কিছু সেখানে আপনার সাথে থাকবে না।

(৯) শোয়ার সময় আল্লাহ তাআলার স্মরণে মগ্ন থাকবেন এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত তাহলিল, তাসবিহ ও তাহমিদ তথা الْحَمْدُ বা سُبْحَانَ اللَّهِ বা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বা اللَّهُ বা اللَّهُ থেকে ওঠে। আর যে অবস্থাতে মানুষ মৃত্যুবরণ করে সে অবস্থাতেই সে কিয়ামত দিবসে পুনরুজ্জীবিত হবে। (প্রাগুক্ত)

(১০) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এ দু'আটি পাঠ করবেন। الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবন দান করেছেন এবং তারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ- ১৯৬, হাদীস নং-৬৩২৫)

(১১) ঘুম থেকে উঠার পর সারাদিন তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করার এবং কাউকে কষ্ট না দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে নেবেন। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৭৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুর্লভ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

(১২) ছেলে মেয়েদের বয়স যখন দশ বছরে উপনীত হবে তখন তাদের পৃথক পৃথক শোয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। বরং দশ বছরের ছেলেকে তার সমবয়সী ছেলের সাথে কিংবা তার চেয়ে বয়সে বড় পুরুষের সাথেও শয়ন করতে দেবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৬২৯)

(১৩) স্বামী স্ত্রী যখন খাটে ঘুমায় তখন ১০ বছরের সন্তানকে একসাথে শোয়াবেন না। ছেলে যখন বালগ হয়ে যায় তখন প্রাপ্তবয়স্কের হুকুমের আওতায় চলে আসে।

(১৪) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করবেন।

(১৫) রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। সাযিদুল মুবাল্লেগীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামায। (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯১, হাদীস নং-১১৬৩)

অসংখ্য সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত সুন্নাত ও আদাব নামক রিসালাটি ক্রয় করে পাঠ করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহে আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

“শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুঠনে রহমতে, কাফিলে মে চলো।

হুগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।”



সুন্নাতেৰ বাহাৰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কুৰআন ও সুন্নাত প্ৰচাৰেৰ বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীৰ সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশাৰ নামাষেৰ পর সুন্নাতে ডরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলসেৰ সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্ৰশিক্ষণেৰ জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনায় মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসেৰ প্রথম দশ দিনেৰ মধ্যে নিজ এলাকাৰ শিক্ষাদাৰেৰ নিকট জমা করানোৰ অভ্যাস গড়ে তুলুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে ইমানেৰ বিস্বাসত, গুনাহেৰ প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতেৰ অনুসরণেৰ মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী তাই নিজেৰ মধ্যে এই মাদানী যেহেঁন তৈরী করুন যে, “আমাকে নিজেৰ এবং সারা দুনিয়াৰ মানুষেৰ সংশোধনেৰ চেষ্টা করতে হবে।” بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নিজেৰ সংশোধনেৰ জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়াৰ মানুষেৰ সংশোধনেৰ জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মাকতাবাতুল মাদীনা :-

ফয়যানে মাদীন জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মাদীন জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামরী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net